Dhaka Tribune বাংলা

গন্ধর্বপুর পানি শোধনাগার পরিদর্শনে ঢাকা ওয়াসার এমডি

সোমবার, ২৭ এপ্রিল ২০২৬, ১৪ বৈশাখ ১৪৩৩

গন্ধর্বপুর পানি শোধনাগার চালু হলে ঢাকায় ব্যবহৃত কয়েকশ' গভীর নলকূপ বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হবে

পানি সরবরাহ বাড়াতে নির্মাণাধীন গন্ধর্বপুর পানি শোধনাগার পরিদর্শন করেছেন ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আমিনুল ইসলাম/গন্ধর্বপুর পানি শোধনাগারের সৌজন্যে

DT ট্রিবিউন ডেস্ক

প্রকাশ : ২০ এপ্রিল ২০২৬, ০৪:৫৯ পিএম | আপডেট : ২০ এপ্রিল ২০২৬, ০৪:৫৯ পিএম

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে অবস্থিত গন্ধর্বপুর পানি শোধনাগার পরিদর্শন করেছেন ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আমিনুল ইসলাম।

শনিবার (১৮ এপ্রিল) ঢাকার পূর্বাঞ্চলে পানি সরবরাহ বাড়াতে নির্মাণাধীন এই প্রকল্প ঘুরে দেখেন তিনি।

সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, আগামী ডিসেম্বর নাগাদ আংশিকভাবে পানি সরবরাহ শুরু করা যাবে।

প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রথমে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার বিষনন্দী এলাকায় মেঘনা নদীর তীরে স্থাপিত ইনটেক পয়েন্ট পরিদর্শন করেন। পরে তারা রূপগঞ্জে নির্মাণাধীন প্লান্ট এলাকায় যান। পরিদর্শন শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, "নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা গেলে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই ঢাকার পূর্বাঞ্চলে আংশিক পানি সরবরাহ শুরু করা সম্ভব হবে।"

প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন তিনি।

একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, এই প্রকল্প চালু হলে ঢাকার পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দারা সরাসরি উপকৃত হবেন। ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার যে লক্ষ্য ঢাকা ওয়াসা নির্ধারণ করেছে, তা অর্জনে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তিনি আরও জানান, গন্ধর্বপুর পানি শোধনাগার চালু হলে ঢাকায় ব্যবহৃত কয়েকশ' গভীর নলকূপ বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হবে।

প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, শোধনাগারের প্রথম ধাপ থেকে প্রতিদিন ৫০ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা হবে। একই পরিমাণ পানি দ্বিতীয় ধাপ থেকেও সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হলে ঢাকার পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

Copyright © 2012-2026. 2A Media Limited, All Rights Reserved.
8/C, FR Tower, Panthapath, Dhaka 1207, Bangladesh.
Editor: Reaz Ahmad, Publisher: Kazi Anis Ahmed